চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৫.০৫.২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।সোমবার নগর ভবনে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ধন্যবাদ জানান মেয়র। চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করেন মেয়র।সভায় মেয়র চট্টগ্রামের উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নে সবগুলো সংস্থাকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। তবে, সিটি গভর্মেন্ট থাকলে কাজ করতে সুবিধা হত। চট্টগ্রামের বিকাশে সিটি গভর্মেন্ট দরকার দাবি করে মেয়র বলেন, সেন্ট্রাল গভমেন্ট কে আমরা অলরেডি বুঝিয়েছি যে একটা জিনিস আমাদের খুব দরকার সেটা হচ্ছে সিটি গভর্মেন্ট বা, নগর সরকার। সিটি গভর্মেন্ট যদি থাকতো তাহলে সিটি মেয়র হিসেবে আমি সবগুলো সংস্থাগুলোকে নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারতাম। যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার ভারসাম্য আনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র যে রপ্তানি করে সে তুলনায় আমদানি করে খুব কম। এক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পণ্য ক্রয় করার মাধ্যমে বাণিজ্য ভারসাম্য আনতে পারে বাংলাদেশ। সময় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামসহ চসিকের বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার ডি. রিচার্ড রাসমুসেন, পলিটিকাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ। বৈঠকের আগে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনকে সাথে নিয়ে বাদশাহ মিয়া চৌধুরী সড়কের চট্টগ্রামের কমনওয়েলথ ওয়ার সিমেট্রি পরিদর্শন করেন মেয়র।

বেকারত্ব দূরীকরণে প্রয়োজন তরুণদের আইটি প্রশিক্ষণ: মেয়র ডা. শাহাদাত

প্রযুক্তি দক্ষতা তরুণদের বাজার উপযোগী কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার চকবাজারে অবস্থিত গ্রোথ মাইন্ড ইনোভেশন টিম (জিএমআইটি) এর কার্যালয় পরিদর্শনকালে এমন্তব্য করেন মেয়র। এসময় মেয়রের সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব জাহেদুল করিম কচি, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম।দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে চলমান জিএমআইটি কার্যালয়ে সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মূলত একদিনে কোডিং জ্ঞান ছাড়াই কীভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়, সে বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি চলছিল সাইবার সিকিউরিটি কোর্স এবং ফ্রিল্যান্সার ও অনলাইন উদ্যোক্তাদের নিয়ে মিলনমেলা।সিটি মেয়র প্রথমে জিএমআইটির আইটি সার্ভিস রুম পরিদর্শন করেন, যেখানে ১৭টি বিষয়ের ওপর সার্ভিস প্রদান করা হয়। এরপর তিনি ওয়েবসাইট নির্মাণ বিষয়ক ওয়ার্কশপ ঘুরে দেখেন এবং পরে কেক কাটায় অংশ নেন। এছাড়াও তিনি ফ্রিল্যান্সারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।মিলনমেলায় বক্তব্য দিতে গিয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন,"চকবাজার আমার আবেগের জায়গা, শৈশব কেটেছে এই এলাকায়। জিএমআইটি যে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষ করে তুলছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে সহজ পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা, এআই, ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সড়সবই সময়োপযোগী উদ্যোগ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিগগির একটি অ্যাপ চালু করবে, যেখানে নাগরিকরা এলাকার সমস্যা জানাতে পারবে।"বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব জাহেদুল করিম কচি বলেন, "জিএমআইটি চট্টগ্রামে আইটি খাতে বড় ভূমিকা রাখছে। বহু পরিবার আজ কর্মসংস্থান পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আমি তাদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।"সভাপতির বক্তব্যে জিএমআইটির চেয়ারম্যান মো. কামরুল কায়েস চৌধুরী বলেন,"২০১৬ সালে স্বৈরাচারী সরকারের আমলে নানা বাধা সত্ত্বেও আমরা যাত্রা শুরু করি। ৫ আগস্টের পর আবারও শক্তভাবে এগিয়ে চলেছি। বর্তমানে অনলাইনে ২৪টি এবং অফলাইনে ৪টি কোর্স চালু রয়েছে। কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা বেকার সমস্যা সমাধানে অবদান রাখছি।"অনুষ্ঠানে আরও

উপস্থিত ছিলেন জিএমআইটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাজাতুল আলম জিসান, ভাইস চেয়ারম্যান জাবেদ সিদ্দিকী নীলসহ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮